# সাহিত্য-বিনোদন-বিচিত্রা

## আক্কেল গুরুম

মামুন রিয়াজী

''জ্বালাইলে যে জ্বলছে আগুন,
নিভানো যে বিষম দায়
আগুন জ্বালাইস না আমার গায়ে লো .. ..
আগুন জ্বালাইস না আমার গায়।''

ভালো হোক আর মন্দ হোক যখন মেজাজটা খারাপ থাকে, তখন আর কিছুই ভালো লাগে না। মোহাব্বতের গিন্নীও যদি সেই মুহুর্তে পাশে এসে দাঁড়ায়, মনে হয় যে বলি- ঐ গেলি।
যত কাব্যই না বলেন, আর নীতিবাক্যই না ছাড়ুন,
উচিত কথাতে কিন্তু বর পক্ষ সব সময় নারাজ। কারণ হচ্ছে তিনি মরদ ?
আমাদের পারিপার্শ্বিকতায়, এই মুখের চাপাবাজিতে আমরা কিন্তু অনেক দূর এগিয়েছি। চুটিয়ে করে খাচ্ছি।
১৯৭৬ -- অথবা ১৯৭৮ সন হবে হয়তো। একজন ছাত্র নেতা দেশে সুবিধে মতো কিছু না করতে সিদ্ধান্ত নিলেন দেশের বাইরে চলে যাবেন অর্থাৎ বিদেশে। পাড়া প্রতিবেশী সবার কাছ থেকে বিদায় প্রাক্কালে একজন মুরুব্বীকে কদমবুচি করতে গেলে মুরুব্বী বললেন, দেখো বাবা, তোমারতো বয়স এতো কম কিভাবে বিদেশে থাকবে, এটাই হচ্ছে চিন্তার বিষয়।
- চাচা ওটা নিয়ে চিন্তা করবেন না। এই চাপার জোর যত দিন থাকবে, ইনশাআল্লাহ নো প্রবলেম।
এই বাঙালি পর্যটক ভাই বেড়িয়ে পড়লেন দেশ থেকে দেশান্তরে। জার্মানী, ইটালী, ইরান সর্বশেষ আমেরিকা। শুনেছি এই নেতা ভাই দীর্ঘদিন ধরে এই আমেরিকার কোন এই স্টেটে বসবাস করছেন। বাপের বেটা বলতে হবে। সত্যিই চাপার জোর রয়েছে। ঠিকই বিদেশে করে খাচ্ছেন। মাঝে মধ্যে শুনি, তিনি নাকি এটর্নী, আবার কারো মুখে শুনি তিনি নাকি প্রফেসর, মেক্সিকানদের ইংরেজী শেখান। কখনো আবার কারো বাসাতে মিলাদ মাহফিলে তিনি মিলাদ পড়ান।
এই বহুমুখী প্রতিভাবান ব্যক্তি বেশ আছেন। জবরদস্ত জিন্দেগী চালিয়ে যাচ্ছেন। শুধু সেই যে, চাপার জোরে। সভা সমিতিতে তিনি আবার প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন।
এই প্রবাস জীবনে আমাদের কতো রূপ আর কতো ধরণ যে রয়েছে, তা আপনি মেলামেশা না করলে বুঝতে পারবেন না। বেশ কিছুদিন আগে এক বন্ধুর বাসায় দাওয়াত খেতে গিয়ে পাশে বসা এক ভদ্রলোককে কৌতুহলবশতঃ জিজ্ঞেস করলাম, আপনার দেশের বাড়ি কোথায় ? তিনি একটু সময় নিয়ে আমতা আমতা ভাব দেখিয়ে বললেন, সরি গ্রামের নামটি ঠিক মনে পড়ছে না। এই মহতী ব্যক্তিটির এহেনো উক্তি শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম, তিনি হয়তো লজ্জা পাচ্ছেন জন্মভূমির গ্রামের নামটি বলতে। কারণ তিনি হয়তো নেংটি পড়ে এসেছিলেন আটলান্টিক সাগর পাড়ি দিয়ে এই দেশে। এখন গতরে পরিবর্তন এসেছে, কথায় কথায় ইংরেজী বলতে বেশী পছন্দ করেন, স্যুট-টাই কিংবা হাফ প্যান্ট পড়ে ডাইনিং টেবিলে কাঁটা চামচ দিয়ে ডাল খান।
সেদিন একটু গরম পড়ছিলো, বাড়িওয়ালা ভদ্রলোক তার এসি অন করে দিলো। এমন সময় অন্য এক বাঙালি ভাইজান গর্ব বা প্রাউড করে বললেন, বেঁচে গেছি ভাই ঐ বাংলাদেশ ছেড়ে, এতো গরম ওখানে যে 'গা' দিয়ে বিশ্রী গন্ধ বের হয়।
গত সামারে বাংলাদেশে গেলাম, আত্মীয়-স্বজনরা জড়িয়ে ধরলো, বিশ্বাস করুন এতো গন্ধ তাদের গায়ে, অবশেষে সবাইকে এক একটি ডিওডোরেন্ট প্রেজেন্ট করলাম।
পাশ থেকে আর একজন বাঙালি ভাই বললেন, ও আপনি বাংলাদেশের কথা বলছেন ? ওহ মাই গড বলেন না, আমাদের যা ক্যারেক্টার। নিজের বাবাকে স্পনসর দিয়ে এখানে নিয়ে এলাম, ওমা দু'দিন পর আমি কাজ থেকে ফেরার পথে দেখি, বাবা আমার ছোট্র ছেলেকে নিয়ে লুঙ্গী পড়ে থার্ড স্ট্রীটে হাঁটছে। আমিতো লজ্জায় পড়ে গেলাম। বাসায় গিয়ে আব্বাকে বললাম, আব্বা এটা বাংলাদেশ না, আমার একটা প্রেস্টিজ আছে, ঐ লুঙ্গী পড়ে বাইরে হাঁটবেন না।
ক'দিন পরে আব্বাকে সানফ্রান্সিসকো বীচে নিয়ে গেলাম, হাফ প্যান্ট পড়ে আব্বা দৌড়াতে শুরু করলো। এদিক ওদিক তাকিয়ে আমাকে বললো, ছি, ছি, ছি এ কোথায় নিয়ে এলি, মেয়েদের গতরে কাপড় নেই। নাউজিবিল্লাহ, বাসায় নিয়ে চল।
- আব্বা, ডাক্তার বলেছে আপনাকে একটু দৌড়াদৌড়ি করতে হবে, হার্টের জন্যে ভালো।

**সম্মানীয় পাঠক/ পাঠিকা**
বাবার লুঙ্গী পড়াতে দোষ রয়েছে অথচ হাফ প্যান্ট পড়ে বেশরম মেয়েদের মধ্যে দৌড়াতে কোন ত্রুটি নেই, সম্মান খোয়া যায় না।
এটাইতো আমাদের বাঙালিত্ব ? না অসভ্যতা ? অমনুষ্যত্ব ?
যে মানুষ জন্মভূমির নাম ভুলে যায়, গরীব আত্মীয়-স্বজনদের গায়ে দুর্গন্ধ পায়, এদের কি বলে আখ্যায়িত করবেন ? এরা কিন্তু আমার, আপনার আত্মীয় অথবা পাড়া প্রতিবেশী। এদেরকে বাঙালি বলবেন নাকি অসভ্য, জানোয়ার বলবেন ?
নিজেদের অস্তিত্বের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত। তা না হলে, ঘিয়ে পোড়া কুকুরের দল একদিন আমার বা ঐ বাঙালি ভাইদের দেহ খেয়ে জীবিকা নির্ভর করবে। আমি আমার বিশ্বাসে বিশ্বাসী।
জুয়াবাজি আর শরাব পান করা এক গর্হিত কাজ। জুয়া খেলে যদি আমি বিল গেটস হতে পারতাম, বিশ্বাস করুন 'বেগমের সোনাদানা' (যদি থাকতো) চুরি করে হলেও সারাদিন ঐ সেভেন ইলেভেন স্টোরে জুয়া খেলতাম অথবা লাস ভেগাসের অধিবাসী হতাম। তবে দু'বছর আগে DONALD TRUMP এর বায়োগ্রাফী দেখে বড় সাধ হলো, আমি বড়লোক হবো, ছোট্র মুদিখানা দোকান এবং গিন্নীর গোছানো টাকা নিয়ে দৌড়ালাম এরিজোনা ফিনিক্সে বাড়ি কিনতে। স্বপ্নে জাগ্রত, সব সময় ভাবতাম আমি, এইতো বুঝি DONALD TRUMP হয়ে গেলাম। গচ্ছিত টাকা পয়সা দিয়ে বাড়ি কিনলাম। দু'বছর পর এইতো গত দু'সপ্তাহ হলো বাড়ি আমার Fore Closer-এ। সাধ মিটে গেল DONALD TRUMP হবার।

**শালা কুচ ভি নাহি হুয়া মেরা জিন্দেগীমে ।**
না দেবদাস, না লাইলি মজনু, না বিল গেটস, না DONALD TRUMP ।
না আরব দেশের কিং, না চারটে বৌ।
কুচ ভি নাহি।
জীবনের বারো আনাই গচ্ছা।
হতাশা নিয়েই মুখে হাত দিয়ে বসে রয়েছি মুদিখানা দোকানে। হঠাৎ টেলিফোন রিং
- হ্যালো
-- হ্যা, দোস্ত কেমন আছিস ?
- সত্য কথা না বলে বললাম, ভালো আছি খুব ভালো।
-- **শোন, মাই ড্রীম কাম ট্রু।**
- কি হলো বল্ ।
-- সারা জীবনের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে। মিশিগানে একটি সেভেন ইলেভেন স্টোর কিনলাম।
- তাহলেতো তোকে মদ বিক্রি করতে হবে ?
-- সো হোয়াট ? (আমার কথাটি শুনে বেশ উগ্রভাবেই উত্তর দিলো)
বন্ধু আমার ননস্টপভাবে কথা বলতে থাকলো। শোন, অনেক বিক্রী হয়। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ঢাকাতে (বসুন্ধরাতে) বাড়ি কিনতে পারবো। মদ বিক্রী করছি, তার মানে এই নয় যে আমি খাচ্ছি। তুই এখনো সেই ফান্ডামেন্টালিস্ট রয়ে গেলি। স্টিল ইউ আর ফেনাটিক।
ওর কথার কোন উত্তর বা আগ্রহ নিয়ে জানার মতো কোন স্পৃহা আমার ছিলো না।
জানিনা ও কখন ফোনটি হ্যাংআপ করেছে। শুধু শুনতে পেলাম, টি এন্ড টি-র রেকর্ডিং ভয়েসে **ইফ ইউ নিড এনাদার ফোন কল, প্লীজ হ্যাংআপ এন্ড ট্রাই, এগেইন।**

## একুশ তোমার

জন্মদিনে শুভেচ্ছা
হাঁটি হাঁটি পায়ে দুটি বছর পার করে দিলে তুমি । দেশের কথা সুদূর প্রবাসে মায়ের ভাষায় বলছ, নির্ভিক তুমি, তুমি কালের চাকায় বন্দী নও। ২০০৮ সন তোমায় করুক বরণ বিকাশের ডালি দিয়ে, সমৃদ্ধির মালা দিয়ে। ২০০৮ সন তোমায় করুক বরণ বার্তা জগতের ভাস্বর সম। তোমাকে ভালোবাসি কারণ বাঙালির অব্যক্ত কথাগুলো তুমি ব্যক্ত করেছো নির্ভয়ে। পরিচ্ছন্ন আয়নায় তুমি সমাজের সবার মুখ দেখাতে চেষ্টা করেছো, সময় ও সংবাদের দিগন্ত রেখায় তুমি এনেছো কম্পন। নতুন বছরে নতুন ফসলে ভরে দাও আমাদের অঙ্গ। প্রণতি জ্ঞাপন করি
তোমাকে হে একুশ।
**রেহানা সুলতানা, রিভারসাইড**

## ফাল্গুন ও প্রতীক্ষা

মমতাজ শহীদ

এই মন যেনো ফাগুন
আজও তোমার প্রতীক্ষায়
পলাশ শিমুল ফোটায়।
বাংলা ভাষায় যে গোলাপ ফোটে
সেই গোলাপে সেজেছি আমি, ওগো তুমি চেয়ে দেখো
আমার দু'চোখে রাখো তোমার দু'চোখ।
আমি অনেক কাছের তোমার
তবু এমনি সুদূর
যেনো এক মাঠ গোলাপের বনভূমির দিগন্তে
মিশে থাকা ভালোবাসা।
তুমিও গোলাপে মালা গেঁথে পরাও আমায়
ওগো প্রিয়তম।
এতোদিনে মনে হলো আমাকে ভালোবাসার জন্যেই
প্রতীক্ষায় ছিলে তুমি।
ভোরের আকাশে এখনো চাঁদের ডুবে যাওয়া
মেঘের আচ্ছাদনে
প্রেমের বসন্ত দীপ, তোমার হৃদয়ে
সেতো আমার জন্যে হে সুন্দর।
হে দেবতা এসো তুমি আমার বসন্ত বাসরে
কাছে টেনে নাও অন্তহীনতায়
নিসর্গতায়
ছড়াও কৃষ্ণচূড়া, ছড়াও কদম বকুল
অঙ্গীকারের বিছানায়।

ওগো একুশ, তুমি এক বিশাল প্রজ্ঞার অহংকার
তুমি অন্তহীন ভালোবাসার সমুদ্র
হে প্রিয়তম, হে সুন্দর
আমারতো তুমি আছো।
তুমি ছিলে শাশ্বতকাল, তুমি থাকবে পরজন্মে ও
-- হে প্রেম।

## প্রিয় বাংলা ভাষা

**চাঁদ সুলতানা মাহবুব কামরুন**

আহ্নিক গতির বিবর্তনে,
উন্মোচন হয় বার্ষিক গতি।
যে গতি নিজের ধারায় বয়ে চলে,
মানে না বারণ, মানে না যতি।
আবর্তনে আবার এসেছে,
সেই সংগ্রামী মাস, একুশে ফেব্রুয়ারী।
সবার মনে সবার প্রাণে,
বাজে সংগ্রামী সুরের আহাজারি।
মায়ের মা ডাকে এসেছি এ ধরাধামে,
তাকে রুখিতে পারে কি কখনো
কোন ইন্দ্রজালে ?
চেষ্টা করেছে স্বৈরাচারীরা বেয়নেট আর বুলেট,
থামাতে পারেনিকো সে সংগ্রাম
কোন সংঘাতে।
বাংলা ভাষা মায়ের ভাষা, প্রাণের ভাষা
কে না তা জানে।
স্বৈরাচারীর মরণ ছোবল
তাও যে হার মানে।
মোদের গরব মোদের আশা
সে যে আমার অন্তরের গভীরে লুকায়িত
পরম প্রিয় বাংলা ভাষা।

## ৮ ই ফাল্গুনের কথা

**মিজানুর রহমান**

বাংলা ফাল্গুন মাসের তারিখ আট,
মিছিলে মিছিলে রাজপথ ছিলো জমজমাট।
রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই চলছিলো শ্লোগান,
তাই দেখে পাকিস্তানী পুলিশ ধরলো মেশিন গান।
গভর্নর খাজা নাজিমুদ্দিনের সভায় ঘোষণা,
পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা উর্দুই হবে কিনা।
অকুতোভয় দামাল ছেলেরা ভাঙ্গলো ১৪৪ ধারা,
তাইতো পুলিশ করলো তাদের তাড়া।
রফিক, জব্বার, বরকত সহ অনেকে বুলেটে হলো ঝাঁঝরা,
প্রাণ দিয়ে মায়ের ভাষা সঞ্জীবিত করলো তারা।
ভাষার জন্যে জীবন দিয়েছে
বিশ্বে কোন নজীর নাই
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বিশ্বে
২১শে ফেব্রুয়ারী পালিত হয় ভাই।

ধারাবাহিক উপন্যাস (৮)

## বসন্ত ছুঁয়ে যাক

মমতাজ শহীদ

**শিরোনাম ঃ ভালোবাসা এক অখন্ড কাব্য।**

নতুন বছর। ইংরেজী দু'হাজার আট এর শুভ আগমন হোক। শ্রাবণীর সেলফোনে এ রিং টোন বেজে ওঠে রাত একটায় - হ্যালো শ্রাবণী, হ্যাপী নিউ ইয়ার, হ্যাপী নিউ ইয়ার, হ্যাপী নিউ ইয়ার। তোমাকে খুশী করবো, সুখী করবো।
-- হ্যালো শোভন, হ্যাপী নিউ ইয়ার। ভালো থেকো।

রাত প্রায় একটা হবে। দারুণ উচ্ছ্বাসে শোভন কল করেছিলো শ্রাবণীকে। শুভেচ্ছা বার্তা পেয়ে শ্রাবণী ভীষণ খুশী হলো। ও ভাবছিলো এমনি করে যদি প্রত্যেকটি দিন বছরের প্রথম দিনের সূচনা করে তাহলেতো কথাই অন্য ধরণের হতো। না, সেটা কি সম্ভব ? মোটেই না। বাস্তবে সহজেই নেমে এসে দেখতে হয়। প্রথম বছরের নতুন দিনটি একটি অন্য রকম, যেমনটি হয় জন্মদিনের দিনটি। শ্রাবণীর জন্মদিন নয়ই জানুয়ারী। জন্মদিনের দিনটিও তেমনি উইশ কল আর আনন্দে যাবে।

শ্রাবণীর কনসেপ্টে নতুন বছরের প্রত্যক্ষ, অপ্রত্যক্ষ দিকগুলো কি হবে কাজে-কর্মে, নিজেকে নিজের মতো করে নেয়া ইত্যাদি ভাবতে গিয়ে কোন মূল দৃষ্টিভঙ্গি পায়নি শ্রাবণী। নিজেকে নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী তৈরী করার মাঝেও কিন্তু সুপরিকল্পিত বলিষ্ঠতা হারাতে হয় অনেক সময়। কারণ মানুষ যদিও একক, একা তবুও তার এ সমাজে বসবাসের জন্যে অনায়াসেই জড়িয়ে পড়তে হয় অন্য দশটি মানুষের ইচ্ছের উপর। অন্যের দৃষ্টিভঙ্গিকে সহজেই গ্রহণ করতে হয় ফর্মালিটি বজায় রাখার জন্যে। অন্যকে খুশী করতে হয় নিজের সেখানে সুখ না থাকলেও। এই যে পৃথিবীর চলমান যোগাযোগ অবস্থান একের প্রতি অন্যের, সেখানেও অনেক সময় কমিউনিকেশন গ্যাপ থেকে যায়। শ্রাবণী এক সময় নিজের মনকে সান্তনা দিয়ে বলতে থাকে, হায় ডেসটিনি -- কোথায় তুমি ? কোন কেন্দ্রবিন্দুতে তোমাকে পেতে পারি ? আমরা সবাই কি নিজের ভবিষ্যৎটাকে নিয়তির কাছে ছেড়ে দিচ্ছি ? নাকি নিয়তিই নিয়ে যাচ্ছে আমাদের এক অচীনপুরে রূপকথার রাজ্যে তারই ইচ্ছে মতো। সেখানে কি জীবনটা বসন্ত ছুঁয়ে যাবার মতো কোন বলিষ্ঠ ক্ষণকে আঁকড়ে ধরে আছে, সেখানে জীবনের মূল্যবোধ কি ভালোবাসা ? নাকি ভালোবাসা এক অখন্ড কাব্যের মতো ফ্যানোমেন্যাল। এলোমেলো ভাবনার পথে হাঁটতে হাঁটতে কখন যে শ্রাবণী শোভনের হৃদয়ে প্রবেশ করেছিলো নিজেও বুঝতে পারেনি। শোভনের হৃদয় যেনো এক রূপকথার রাজ্য। সেখানে শোভন সম্রাট আর শ্রাবণী সম্রাজ্ঞী। সেখানে অখন্ড কাব্যের মতো অজস্র লাল গোলাপের সমারোহ, সেখানে বকুলের মালায় জড়ানো প্রতিটি আবেগ, উচ্ছ্বাস। কদমের পাপ-ড়ির মতো শোভনের চোখের পলক যা নাকি ভীষণভাবে ছুঁয়ে আছে শ্রাবণীকে তার এক জীবন ভালোবাসায়।
শোভনের হৃদয়ে অখন্ড কাব্যের ছড়াছড়ি ধ্বনিত হচ্ছে এক আবেগের সুরে --
''ভালোবাসা তুমি
এক অখন্ড কাব্য কবিতা আমার
তুমি আছো, আমি আছি
আছে পৃথিবী
আছে ভালোবাসা বিরাজমান।''

টেলিফোন বেজে ওঠে। শ্রাবণীর চৈতন্য ভাঙ্গে, বর্তমানে রুঢ় বাস্তবে ফিরে আসে ও। কল রিসিভ করে। হ্যালো, হ্যাপী নিউ ইয়ার - অপর প্রান্ত থেকে উইস কল ব্যাক করে এদেশীয় বান্ধবী মাইরিন। হ্যাপী নিউ ইয়ার টু অলসো।
-- হাউ আর ইউ শ্রাবণী , ক্যান উই মিট সামহোয়ার ফর লাঞ্চ ?
- থ্যাংকস মাইরিন। উই উইল ডু সামডে, থ্যাংকস ফর ইউর কল।
-- বাই, টেইক কেয়ার।

মাইরিনের কণ্ঠ দ্রুত অস্পষ্ট হতে থাকে। বাস্তবকে ফেইস করা শ্রাবণীর মনের জন্যে ভীষণ রুঢ় হয়ে দাঁড়ায় মাঝে মধ্যে। তবুও বাস্তব বাস্তবই, একেতো মেনে নিতেই হবে। শ্রাবণী মেনে নিতে চায় না অনেক সময় বাস্তবকে। এদেশী নারী মাইরিন, পদে পদে হোঁচট খাচ্ছে তার জীবন যাপনে, তার ব্যক্তিগত বেঁচে থাকার জীবনেও। এক সময় ভালোবাসতো একজনকে আর
আজ ? মাইরিন একাই তার কাটাতে চায়। বিচ্ছিন্ন হয়েছে ওর ভালোবাসা। মাইরিনের বক্তব্যে শ্রাবণী জেনেছিলো, একটা জীবন ছিলো যখন মাইরিনের বয়স ছিলো সাতাশ, আটাশ- তখন এক তরুণের সাথে ও লিভিং টুগেদারে অভ্যস্ত ছিলো। দিন যতোই গড়িয়েছিলো সম্পর্কে ততোই অপূর্ণতা এসে ছেঁয়ে গিয়েছিলো। তারপর যা হয় ভালোবাসা সেখানে বলিষ্ঠতার দাবী রাখতে অক্ষম হয়েছে। সেই থেকে মাইরিন তার জীবনকে নির্বাসনে রেখেছে, বিয়ের কথা ভাবেনি। এর মাঝে অনেকেই এগিয়ে এসেছে মাইরিনের জীবনে, সে শুধু সময়কে কিছুক্ষণ দেবার মতো করে - কোনো সূক্ষ দাগ কাটেনি ভালোবাসার। এইতো প্রহসনময় জীবন, একেই বলে রুঢ়তা। বর্তমান বাস্তব সব যখন এক ধারায় চলতে থাকে সেখানে অতীত বা ভবিষ্যৎ কোনটাই মনকে সিক্ত করতে পারে না। কখনো কি মাইরিনের জীবনে বসন্ত ছুঁয়ে যায়নি ? বা যাবেও না কখনো ? এ কি করে সম্ভব, হয়তো বসন্ত ছুঁয়ে আছে ওর মনের গভীরে অতলে যেখানে শুধু ও নিজেই অনুভব করতে পারে অন্য কেউ নয়।

এই নতুন বছরের প্রথম দিনটিতে শ্রাবণীর ভাবনায় যেনো এক বিতর্কিত প্রতিযোগিতা চলছে মনের সাথে বাস্তবের, বাস্তবের সাথে বর্তমান ও অতীতের সাথে ভবিষ্যতের। একটার পর একটা অসহ্যকর বাস্তব যা নাকি শ্রাবণীর অনুভূতিকে কাঁদায় সে সবই এসে সময়কে আঁকড়ে ধরছে। ক্যারোল এ দেশীয় এক বান্ধবী শ্রাবণীর। ও কেনো এতো কষ্ট করছে ফাস্ট ফুডের দোকানে কর্মরত হয়ে, কেনো পারেনি একটা ভালো কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে। এর কারণও ছিলো। একদিন ও জেনেছিলো, ও পড়ালেখা করতে চাইতো না। এক সময় সিগারেটের নেশায় থাকতো ক্যারোল। হঠাৎ পরিচয় হয়েছিলো স্টারবাক্সে একদিন। শ্রাবণীর ভালো লেগেছিলো ক্যারোলের কথাবার্তায়, তারপর থেকে বন্ধুত্ব। শ্রাবণীর স্বভাবে ও জেনেছে সহজেই ও বন্ধুত্ব করতে পারে, তবে সবার সঙ্গে নয়। যদি কারো কোন বৈশিষ্ট্যকে ও পছন্দ করে তাহলেই সেখানে সম্পর্ক রাখা যায়। অভিনব ব্যক্তিত্বের পরশ আছে যেখানে সেখানে ও শ্রাবণীর বন্ধুত্ব রক্ষায় কিছুটা সময় দিতে রাজি।

সময়ের অতলে চিন্তাধারা তলিয়ে যেতে যেতে শ্রাবণী এক সময় ফিরে আসে ওর নিজস্ব জীবন পটভূমিতে যেখানে শ্রাবণী আর শোভন, দু'জন মানব মানবী, দু'টি নাম, এক ভালোবাসা, অন্তরে অন্তরে প্রচন্ড টান। হৃদয়ের অভিব্যক্তি একই সুরে বাঁধা, এক অখন্ড কাব্য যেখানে শুধুই ভালোবাসা আর আছে প্রেম।

শোভন ভীষণ বাস্তববাদী। ওর বিশ্বাস ওর বাস্তবের প্রতিফলনে, ওর ইচ্ছে ওর নিজস্বতায়, ওর অহংকার শ্রাবণী শুধুই শ্রাবণী। পড়ালেখার পাশাপাশি শোভন চায় ওর ব্যবসার প্রাচুর্য্যতা আসুক, অবশ্যি নতুন বছরকে ও অন্য রকম দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার সুযোগ করে নেবে। মনের জানালায় শোভন চেয়ে দেখে নিজের জীবনকে কিছু দেবার আছে, শুধু অর্থ-প্রাচুর্যই নয় একটি লক্ষ্যে ওকে পৌঁছাতে হবেই। সেই লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে গড়ে নেবে ওর ভবিষ্যৎ ডেসটিনি। জীবনকেতো অনেক কিছুই দেবার আছে, ও জানে রুঢ় বাস্তবকে অতিক্রম করে ও যদি নতুন কোন অভিনব সমাজ গড়তে পারে সেখানেই ওর কৃতিত্ব, সেখানেই ওর অহংবোধ কার্যকরী হবে। সেটা শুধু সময়ই বলে দিতে পারবে। সেই সময় নামক শব্দটাকে মুহূর্তের জন্যে শোভন হাতের মুঠোয় নিতে চায়। এক অদৃশ্য শক্তি কাজ করে শোভনের হৃদয়ে, সেই শক্তি অন্য কিছু নয়, সে এক অমূল্য ভালোবাসা। যা নাকি সময় এবং সাহসকে এক করে দিতে পারে অচিরেই। শোভনের মনমানসিকতা সেই মুহূর্তে জড়িয়ে পরে সেই অদৃশ্য শক্তির কেন্দ্রবিন্দুতে।

ছোট ছোট কথা, একটু একটু সময়, একটু একটু সুখ, একটু দুঃখ, একটু ভালোবাসা - এসব মিলিয়েই যেনো নতুন বছরকে পেতে চায় শ্রাবণী। শব্দ সংঘবদ্ধ হয় এক বিশাল আবেগ উচ্ছ্বাসে শ্রাবণীর মনে। মনের প্রতিফলনে রুঢ় বাস্তবের চিত্রায়ণ যদিও প্রগাঢ়, তবু শ্রাবণী চায় কথার পংক্তিতে কিছু কাব্য লিখে শোভনকে ই-মেইল করবে। শোভন আর ওর জীবন যেনো সেই কাব্যে প্রতিটি অধ্যায়ের মতো গাঢ় দৃশ্যপট হয়ে ধরা দেবে।

এ সময়ে শোভন ওর ল্যাপটপ নিয়ে ব্যস্ত, এরই মাঝে ইনবক্সে এসে থমকে যায়। ওর দু'চোখ নিবদ্ধ হয় শ্রাবণীর ভালোবাসা এক অখন্ড কাব্যে -।

''অসময়ে বসন্তে বৃষ্টি নামবার মতো
আমি কাঁদছি, অনুরূপ তুমিও
মনে মনে কতো কথা, ব্যাকুলতা।
অশ্রুবিন্দু গুলো যেনো আসন্ন শীতের তুষার
শীতল কুয়াশা টলমলো
প্রেম হয়ে ঝরে তোমার দু'চোখে
তুমি কি কিছুই অনুধাবন করো না,
কিছুই বোঝো না ভালোবাসার ?
চেতনে, অবচেতনে
যাচিত, অযাচিত আলোড়নে
প্রেমে প্রেমে ছুঁয়ে যাওয়া ক্ষণ প্রতিদিন
হয়ে যাওয়া এক নদী অশ্রু বিলীন
তুমি কি জানো না একজন ভালোবাসে তোমাকে
নিঃস্বার্থ ভালোবাসা
নিঃশর্ত ভালোবাসা
কি গভীরতায়, কি নিমগ্নে
আগুনে আগুনে হাত রেখে
সয়ে সয়ে দাহ
হয়েছে ক্ষত দহন
তুমি কি জানো ?
তুমি কি জানো, বসন্ত তোমায় ছুঁয়ে আছে
শাশ্বতকালের সব বসন্ত গেছে ছুঁয়ে তোমাকে
তুমি কি জানো ?
আমি জানি তুমি ভালোবাসো আমায়
একবার চোখে চোখ রেখে বলো
ভালোবাসো তুমি আমায়।
থমকে যায় শোভন, শ্রাবণীর কবিতা পড়তে পড়তে
অস্ফূট উচ্চারণে শোভন বলে,
**''শ্রাবণী তুমি কেনো এতো ভালোবাসো আমায়'' ?**
(চলবে)

## এবারের সংগ্রাম
## মুক্তির সংগ্রাম

**কাজী সাবু**

এখন আর গায় নাকো গান
বনের পাখি মুক্ত স্বরে।
এখন আর নেইকো তেমন
আগের মতন।
জীবন এখন বদ্ধ কারা
ঘুমাই এখন অস্বস্তিতে
বারুদেরই গোলা ঘরে।
দশ শালিকের মন্ত্রণায়
মানুষ যখন খন্ড প্রায়
পৌষ্য দগ্ধ বিলের মত।
শত নীতির স্বেচ্ছাচারে
হচ্ছে বলি অকাতরে।
আপন বুকে হানছে ছোবল
করছে ক্ষত-বিক্ষত।
অরাজকতার খুরের ধারে
কর্মীর হাত কর্ম ছাড়ে
খোকন সোনা কাঁদছে কেন
শুকনো কেন মায়ের বুক।
স্বদেশীরা বর্গী বেশে
ছেঁয়ে গেছে সারা দেশে।
দুখু মিয়ার দুঃখ শুধু
দুঃখীর কেন হয়নি সুখ।
গলাবাজির আতর ঘরে
সব শকুনেই ঘুরে ফিরে
আশার বাণী শুনায় যত।
মনের মাঝে আশার পাখি
উড়াল দিয়ে দেয়গো ফাঁকি
চড়ুই পাখির বাসার মত।
কুশিক্ষার ছায়াতলে
শিক্ষা পেয়ে দলে বলে
করছে জুলুম হানছে আঘাত
ভাংগছে দেশের মেরুদণ্ড।
বউ ছেলে নাতি পুতি
বুড়া হলে কিসের ক্ষতি
পুতুল নাচ নাচাও সখী
দেশদ্রোহী ভন্ড।
স্বাধীনতা আনলো যারা
বীর সেনানী কোথায় তারা
কোথায় গেল সোনার বাংলা
কোথায় গেল সেই যে সুখ।
লক্ষ সিরাজ কাঁদছে ধূলে
নেইকো সুবাস আজ
স্বাধীনতার আকাংখিত ফুলে।
কে লুটিলো ধানের গোলা
কে মেটাবে পেটের ভুক।
কোথায় গেল মুক্তিসেনা
যুদ্ধ চলুক, হার মানিনা
সালাম, বরকত, রফিক, খুদে
''মা'' ডাকছে আয়রে আয়।
সুখ দেখেছি স্বপ্ন ঘোরে
থাকবো না আর নিথর হয়ে
অত্যাচারীর করুণার খড়্গ কৃপায়।
কে বাঁচাবে আজকে কারে
আজরাইল আজ ঘরের দ্বারে
স্বাধীনতার সূর্য খানি
আজকে বুঝি ডুবে যায়।

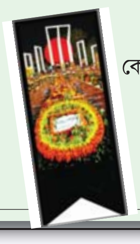

কিডস্ কর্নার:

## আনন্দ ও দুঃখের ইতি কথা

সৈয়দা বিপাশা হোসেন খুশি

প্রিয় বাংলা পাঠশালার সহপাঠী ও লস এঞ্জেলেসের ছোট্র বন্ধুরা, আমি সৈয়দা বিপাশা হোসেন খুশি মাত্র কয়েক দিন আগে ঘুরে এলাম নিজ জন্মভূমি বাংলাদেশ থেকে। আমার বয়স যখন তিন তখন বাবা মার সাথে জীবন ও জীবিকার সন্ধানে চলে আসি নিজ মাতৃভূমি বাংলাদেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরের এই সুদূর আমেরিকায়। তারপর মাস যায়, বছর যায় এমনি করে জীবন ডায়রী থেকে ঝড়ে পড়ে গেছে এগারোটি বছর। কিন্তু আমার মন প্রাণ সব সময় ফেলে আসা দাদা বাড়ির আঙ্গিনায় পড়ে থাকতো। তাই কখনো বাংলাদেশ থেকে ফোন আসলেই আমার ছোট বোন বিজয়ার সাথে ফোন নিয়ে শুরু হয়ে যেতো কাড়াকাড়ি, কে আগে কথা বলবে। যদিও বিজয়ার জন্ম এখানে কিন্তু আমার বাবা মা সব সময় আমাদের ফেলে আসা বাংলাদেশের গল্প করতো এবং প্রতি শুক্রবার ছিলো বাধ্যতামূলক সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৮টার মধ্যে ফোন করে দাদা-দাদী ও নানু সহ ফেলে আসা পরিবারের সবার সাথে কথা বলা। আমার বাবার কথা যতো দূরেই থাকি না কেন বাংলাদেশ যেন থাকে বুকের কাছাকাছি। এতোদিন তাই ছিলো কিন্তু এবার বাংলাদেশ ঘুরে আসার পর এখন মনে হয় বাংলাদেশ আছে আমাদের নিঃশ্বাসের কাছে। এ হচ্ছে আমার দেশের অনুভূতি। এখন যা বলতে যাচ্ছি তা অনেক মজার।

গত বছর অর্থাৎ ২০০৭ সালে ইন্টারন্যাশনাল লাইব্রেরী অফ পোয়েট্রি থেকে আমার লিখা লাইফ নামক কবিতাটি ছাপা হয়ে বই আকারে বের হয় এবং যখন নোবেল পীস প্রাইজ উইনার ডঃ মোহাম্মদ ইউনূস আমাদের লস এঞ্জেলেসে এলো তখন আমি উক্ত কবিতাটি তার নামে উৎসর্গ করলাম। কবিতার বইটি যখন তার হাতে তুলে দিলাম তখন তোলা হলো অসংখ্য ছবি। আমি আত্মহারা হয়ে বাবাকে বললাম, চলো যাই ছবিগুলি প্রিন্ট করে নিয়ে আসি। বাবা আমাকে নিয়ে গেলো ওয়ালগ্রীন, সেখানে গিয়ে বাবা যখন ছবি ডাউনলোড করছিলো তখন ল্যাবে কর্মরত একজন এসে বললো চমৎকার ছবি। উনি নোবেল পীস প্রাইজ উইনার ডঃ মোহাম্মদ ইউনূস না। আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি আমার পিঠে হাত রেখে বললেন, গুড - তুমি কি জানো এই ছবিটি দিয়ে তুমি অনেক ফান করতে পারো। যেমন তুমি পোস্ট স্ট্যাম্প বানাতে পারো এবং তুমি আরো আশ্চর্য্য হবে উক্ত স্ট্যাম্প কাজ করে অন্য আর দশটা বৈধ পোস্ট স্ট্যাম্পের মতো শুধু দাম একটু বেশি। সত্যি নাকি ? হ্যাঁ আর আমরা এটা করে থাকি। শুধুই তোমরা। না, আরো কিছু ইন্টারনেট কোম্পানী আছে যারা করে থাকে তাদের মধ্যে স্ট্যাম্প ডট কম এবং জেজল ডট কম উল্লেখযোগ্য। বাবা তাকে প্রশ্ন করলো, তোমরা কবে থেকে এটা শুরু করেছো। ২০০৪ সাল থেকে আমরা এবং তার কিছু দিন পূর্বে উক্ত ইন্টারনেট কোম্পানীগুলো শুরু করেছে। তুমি যে কোন ছবি দিয়ে উক্ত স্ট্যাম্প করতে পারো, এটা শুধু মাত্র আমেরিকায় নয় ইন্টারন্যাশনালেও কাজ করবে।

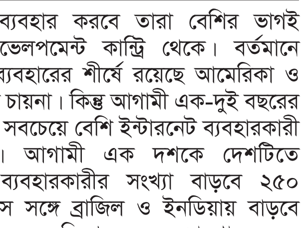


বাবা আর বিন্দুমাত্র দেরী না করে আমার ও ডঃ মোহাম্মদ ইউনূসের ছবি দিয়ে পোস্ট স্ট্যাম্পের অর্ডার দিয়ে এলো এবং তা এক সপ্তাহ পরে পেলাম আমার ছবি দিয়ে ইউএস বৈধ পোস্ট স্ট্যাম্পের। সাথে সাথে আমার দাদা-দাদী এবং মামাকে চিঠি পাঠালাম এবং চিঠি পাঠাতে ব্যবহার করলাম আমার ছবি দিয়ে প্রিন্ট করা ইউএস পোস্ট স্ট্যাম্প মিট বাংলাদেশ। মজার ঘটনা, এবার যখন বাংলাদেশে গেলাম গিয়ে দেখলাম আমার উক্ত চিঠির খামটি সুন্দর কারুকাজ ফ্রেমে বাঁধাই করে রাখা হয়েছে এবং আমাকে দেখতে পরদিন সকালে মহল্লার অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি এসে হাজির। তারা আমাকে বিভিন্ন কমপ্লিমেন্ট দিতে শুরু করলো। আমি শুধুই অবাক হয়ে নীরব দর্শকের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। কিছুই বলতে পারি নাই লজ্জায়। এটা হয়তো এখানে অনেক বড় কিছু কিন্তু আমেরিকায় শুধুই ব্যবসা মাত্র। আমেরিকায় এটা যে কেউ করতে পারে কিন্তু তাদের চোখে মুখে আমি যে আশার আর আনন্দের জোয়ার দেখেছিলাম তাই তাৎক্ষণিক কিছুই বলতে না পারলেও আসার কিছু দিন আগে সবাইকে ডেকে বললাম, এটা শুধুই ফান। এটা সরকার অনুমোদিত কিন্তু ইউএস সরকারের পোস্ট স্ট্যাম্প না। এটা যে কেউ করতে পারে, নির্ধারিত ফি'র চেয়ে অতিরিক্ত পয়সা দিলেই করা সম্ভব। আমেরিকায় কিছু ইন্টারনেট কোম্পানী আছে যারা উক্ত ব্যবসাটি করে আসছে ইউএস পোস্ট অফিসের সাথে। তাই এটা ইউএস সরকারের পোস্ট স্ট্যাম্প হিসাবে বিবেচিত। বন্ধুরা, যদি মজা করতে হয় তাহলে তোমাদের জন্মদিন বা তোমাদের প্রিয় ছবিটি দিয়ে ইউএস পোস্ট স্ট্যাম্প বানাতে পারো তবে যদি বাংলাদেশে চিঠি পাঠাতে উক্ত পোস্ট স্ট্যাম্প ব্যবহার করো, আমার অনুরোধ তোমাদের চিঠিতে তার সত্যতা বলে দিও। কেননা যদি অন্য কারো কাছে তারা এর সত্যতা জানতে পারে তবে বড় দুঃখ পাবে। তাছাড়া আমাদের গুরুজনদের বোকা বানানো নিশ্চয়ই কাম্য নয়। আমি আমার দাদা, দাদি, নানু সহ আমাদের পরিবারের সবাইয়ের কাছে সত্যতা গোপন করার জন্য ক্ষমা চাইছি।

## পরবর্তী প্রজন্মের কাছে ইন্টারনেট কেমন হবে

বর্তমানে পৃথিবীতে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা এক মিলিয়ন। আগামী দশকের মধ্যে পৃথিবীতে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে। তাদের কাছে ইন্টারনেটের ইমেজটা কি রকম হবে এ নিয়ে গত মাসে রিও ডি জেনিরো, ব্রাজিলে ইন্টারনেট গভর্নেন্স ফোরামের সম্মেলন হয়ে গেল। আমেরিকার স্পন্সরশিপে এ সম্মেলনে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যোগ দেন পলিটিশিয়ান, ব্যবসায়ী, টেকনলজিস্ট এবং আরো অন্য পেশার উৎসাহী ব্যক্তিরা। ইন্টারনেট আইনের প্রফেসর মাইকেল জিস্টি এ সম্পর্কে বলেন, আমরা আগামী বিলিয়নকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, আমাদের মানতে হবে, তারা শুধু ইন্টারনেট ব্যবহার থেকেও বেশি কিছু করবে। তারা তাদের ভ্যালুজ, ভাষা ও কালচারের মাধ্যমে ইন্টারনেটকে পুনর্গঠনের মাধ্যমে নতুন ইমেজ সৃষ্টি করবে। যারা নতুন ইন্টারনেট ব্যবহার করবে তারা বেশির ভাগই আসবে ডেভেলপমেন্ট কান্ট্রি থেকে। বর্তমানে ইন্টারনেট ব্যবহারের শীর্ষে রয়েছে আমেরিকা ও দ্বিতীয় স্থানে চায়না। কিন্তু আগামী এক-দুই বছরের মধ্যে চায়না সবচেয়ে বেশি ইন্টারনেট ব্যবহারকারী দেশ হবে। আগামী এক দশকে দেশটিতে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়বে ২৫০ মিলিয়ন। সে সঙ্গে ব্রাজিল ও ইনডিয়ায় বাড়বে ২০০ মিলিয়ন। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, নতুন ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ হবে না। ফলে বিভিন্ন ভাষার ডোমেইন নাম থাকবে এবং এর সমন্বয় করা কষ্টকর হবে। মাইক্রোসফট ও অ্যাপল হবে পরবর্তী বিলিয়নের পছন্দের ব্র্যান্ড। ইন্টারনেট সংযোগের জন্য ওয়ারলেস ও স্যাটেলাইট-বেইসড সংযোগই প্রাধান্য পাবে ও মোবাইলে হবে ইন্টারনেট সংযোগের প্রাথমিক ডিভাইস। আইজিএফের এ সম্পর্কে বার্তা হচ্ছে আগামী বিলিয়ন অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তারা কমিউনিকেশন কালচার ও ব্যবসায়িক দিকে বিশাল পরিবর্তন আসবে।
এইচ হাওড়ী

## Febuary 21

1952 was the year.

This is a story your must all
hear.
Febuary 21 was the day
We finally got to speak our own
way.
7 people gone away
But now we can talk this way.

This language of ours is very
special
Now our people we have our
own call
Febuary 21 1952
This was the day everybody
knew:]

The fight was long
The people were strong
in the end we got our word

we were able to sing like a
bangladeshian bird

Mother language Day it was
named
Of our language we weren't
ashamed
All around the world eveybody
knew
About febuary 21 1952

**-Monica Huda**
10th Grade
Riverside

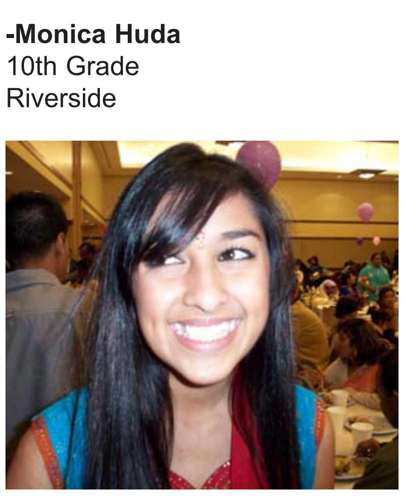

## ঘুরে এলাম বাংলাদেশ

সৈয়দ এম হোসেন বাবু

লস এঞ্জেলেস থেকে ২৮ ডিসেম্বর, ২০০৭ সকাল ৮ঃ৩০ মিনিটে দীর্ঘ এগারো বছর পর দুই কন্যা খুশি (১৪) ও বিজয়াকে (১১) নিয়ে রওয়ানা হলাম নিজ জন্মভূমি বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে। দীর্ঘ ১১ ঘন্টা বিমান যাত্রা শেষে পৌঁছালাম জন্মভূমি বাংলাদেশে। খুশির যখন ৩ বছর বয়স তখন থেকে আমাদের সাথে আমেরিকা প্রবাসী এবং বিজয়ার আমেরিকায় জন্ম হলেও বাংলাদেশকে মনে প্রাণে ভালোবাসে। সে হারমোনিয়াম বাজিয়ে বাংলা গান গায় ও বাংলা গানের সাথে নাচে এবং বাংলা পাঠশালা লস এঞ্জেলেসে দ্বিতীয় শ্রেণীতে বাংলায় পড়াশোনা করে। এই প্রথম বাংলাদেশে, তাই তার দু'চোখ যেন হাজার প্রশ্নে ছল ছল করছে। অশ্রু নয়নে অপেক্ষমান মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজনরা আমাদের দেখে মনে হলো পশ্চিম আকাশে যেন ঈদের চাঁদ দেখতে পেলো।

দীর্ঘ এগারো বছরের জমে থাকা স্নেহ-ভালোবাসার উষ্ণতা চোখের জল হয়ে ঝরে পড়লো। এরই মাঝে আমার বড় ভাইয়ের ছেলে শুভ আমার কানের কাছে এসে বললো, কাকা আমার প্রোগ্রাম রেডি। আমি হতবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, তোর প্রোগ্রাম মানে ? শুভ প্রতি উত্তর করলো, যেহেতু তুমি খুবই স্বল্প সময় নিয়ে এসেছো তাই ৩০ ও ৩১ ডিসেম্বর ঢাকায় শহীদ মিনার। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা করার দাবীতে তৎকালিন আইয়ুব সরকারের ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা প্রতিবাদ মিছিল বের করলে তৎকালিন আইয়ুব সরকারের পাকিস্তানী পুলিশ উক্ত মিছিলে নরপিশাচের মতো গুলি ছোঁড়ে এবং মাতৃভাষার জন্য শহীদ হন সালাম, রফিক, বরকত, জব্বার সহ আরো অনেকে। তাদের স্মৃতি অম্লান করে মাথা উঁচু করে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে শহীদ মিনার। ...পৃ..৭